স্নাতক পর্যায় : তৃতীয় স্থান

আমার দেখা সেরা শিক্ষক

মোসা. ফাহিমা খাতুন

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ বেগম খালেদা জিয়া হল

উপক্রমণিকা

> "তুমি শিক্ষক তুমি- রুক্ষ প্রস্তর খণ্ডকে ঘষে ঘষে, আনাতে পার মসৃণতার ঝলকান। তুমি শিক্ষক তুমি- নীরব নদীর জীর্ণতা কাটিয়ে, শোনাতে পার মিষ্টি মধুর কলতান।"

শিক্ষক কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। পৃথিবীতে যতদিন শিক্ষা আছে ততদিন শিক্ষকও থাকবে। আমরা বিদ্যালয়ে গিয়ে যাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি শুধু তারাই শিক্ষক হয় না, বরং আমাদের জীবনে বেড়ে ওঠার পথে আমরা যা কিছুই শিখে থাকি, তা যাদের থেকে শিখতে পারি তারা সকলেই আমাদের শিক্ষক। তাই অনেকের মতে আমাদের প্রথম শিক্ষক আমাদের মা। কবির ভাষায়,

> "মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষা জন্ম থেকেই শুরু, মায়ের পরে শিক্ষক হলেন জ্ঞানের অন্য গুরু।"

শিক্ষকের কর্তব্য

শিক্ষকতা করার পেশা এই পৃথিবীর কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটি, এর কারণ হল শিক্ষকদের হাতেই থাকে দেশের তরুণদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব।

তাদের কাজ থাকে একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। প্রতিটি শিক্ষার্থী একে অপরের থেকে আলাদা হয় এবং এক একজনের নিজস্ব ভিন্ন ক্ষমতা আছে বলেই কাজটি শিক্ষকদের জন্য আরও কঠিন হয়ে ওঠে। একজন ভালো শিক্ষককে সর্বদা এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে । তাই তো বলা হয়,

> "তুমি শিক্ষক তুমি- সদ্যোজাত পক্ষী ছানাকে, দিতে পার প্রথম উড়ানোর ভরসা। তুমি শিক্ষক তুমি- তপ্ত মরুর বুকে, ঝরাতে পার শান্ত শীতল বরষা।"

একজন সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল মাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে নয়, তিনি ছাত্রকে জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেবেন, সাফল্যের দিনে মত।

একজন সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তা নতুন করে বলার কিছু নেই। একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল মাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে নয়, তিনি ছাত্রকে জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেবেন। তিনি তাকে শুধুমাত্র জীবনের সফল হওয়া নয়, কিভাবে একজন ভালো মানুষ হতে হয় শেখাবেন। তাইতো শিক্ষক সম্পর্কে এপিজে আবদুল কালাম বলেছিলেন, "যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দর মনের মানুষের জাতি হতে হয় তাহলে আমি যেভাবে বিশ্বাস করি যে এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে তারা হলেন বাবা মা এবং শিক্ষক।"

আমার জীবনের সেরা শিক্ষক

হামাগুড়ির বয়স থেকেই হাঁটতে শেখা কথা বলতে শেখা, সবই বাবা-মার কাছে থেকেই। একদম কচি বয়স থেকে আমাদের শেখার হাতে খড়ি ,তাদের হাত ধরেই। আমাদের বাবা ও মা আমাদের প্রথম ও পরম গুরু। জীবনযাপনের অন্যতম শিক্ষক। আমাদের শিক্ষানবিশ চলতেই থাকে জীবনভর। আমরা প্রতিদিন শিখি। তাই একজন যথার্থ শিক্ষকই পারেন ছাত্রের মধ্যে যথাযথ মনন, বুদ্ধি ও চিন্তা ভাবনাকে বাস্তব রূপে প্রতিফলিত করতে এবং আগামী জীবনযাত্রায় প্রতিটি উপযুক্ত জীবিকা ও সৎ নাগরিক তথা মানুষ গড়ে তুলতে।

"শিক্ষকের গুণে আলোকিত প্রাণ, জ্ঞান ছড়িয়ে দেন করেন চিন্তার দান। মানুষের মত মানুষ, হৃদয় যত স্নেহ, ছাত্রদের মনে গড়েন তিনি শ্রেষ্ঠ গৃহ। জ্ঞান জগতের পা রাখার তিনিই প্রথম দিশা, সেরা শিক্ষক তিনি মনের রাজপ্রদীপ।"

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা, যেখানে শিক্ষকেরা শুধুমাত্র পাঠদান করে না বরং তারা নিজেদের ছাত্রদের জীবনের পথপ্রদর্শক হন। আমার জীবনে একজন সেরা শিক্ষা আছেন, যিনি সেরা শিক্ষক, মনের রাজপদিশা, তিনি হচ্ছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মঞ্জুর হোসেন।

পরিচয়ঃ

উদ্দিনবিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করেছেন এবং এখানেই শিক্ষকতা করেন। কর্মজীবনে ১৯৮৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস অর্থাৎ জীববিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক ছিলেন। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের উদ্ভিদ প্রজনন ও জিন প্রকৌশল গবেষণাগারে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

সেরা শিক্ষক হবার কারণ

অধ্যাপক মঞ্জুর হোসেন স্যার তিনি আমাদের বিভাগের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষক। তিনি অল্প কিছুদিন হলো অবসরে গিয়েছেন, তার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও জীবনদর্শন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি শুধু বইয়ের পাঠ্য বিষয় পড়াতেন না বরং আমাদের মানসিক বিকাশের জন্য অনেক কিছু শেখাতেন। তার ক্লাসে প্রবেশ করলে এক ধরনের নৈকট্য অনুভব হতো। কবির ভাষায়,

"শিক্ষক জ্বালান মনে প্রদীপ প্রতিভা বিকাশে, শিক্ষক ছড়ান জ্ঞানের আলো অশিক্ষার আকাশে। শিক্ষক হলেন আলোর পথের সত্য-নির্ভীক যাত্রী, অনুসরণে পথ চলে সকল ছাত্র-ছাত্রী।"

শিক্ষার পদ্ধতি

স্যার এর শিক্ষা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সৃজনশীল। তিনি সবসময়ই বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় উপস্থাপন কর। উদাহরণ স্বরূপ যখন তিনি কোন কঠিন বিষয়ে পড়াতেন, তখন তিনি আমাদের বাস্তবতার সাথে মিলে যায় এমন ঘটনা দিয়ে সহজে উপস্থাপন করতেন। এভাবেই তিনি কঠিন বিষয়ের গভীরে পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি করতেন।

মানবিক দিক

স্যারের মানবিক গুণাবলী ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি প্রতিটি ছাত্রের মনোভাব ও আবেগ বুঝতেন। যদি কারো কোন সমস্যা থাকতো তিনি সেটির প্রতি বিশ্বাস মনোযোগ দিতেন। একবার আমার এক সহপাঠীর পরিবারের সমস্যা। তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমর্থন দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছিলেন, এভাবে তিনি আমাদের জীবনের শুধু শিক্ষক নন একজন অভিভাবক হিসেবেও কাজ করতেন।

উদাহরণ সৃষ্টি

তিনি আমাদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করতেন। শ্রেণিকক্ষে আমাদের মধ্যে আলোচনা করতেন, যাতে আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে পারি। একবার তিনি আমাদের একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছিলাম। যা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছিলেন।

অসামান্য শিক্ষা

স্যার এর শিক্ষায় শুধু একাডেমিক বিষয় ছিল না বরং জীবনমুখী শিক্ষা ছিল তিনি আমাদের শেখাতেন কিভাবে একজন ভালো মানুষ হতে হয়। তিনি বলতেন,

"শিক্ষা শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যম।"

এই কথাগুলো আমাকে জীবনে অনেক সহায়তা করেছে ।

শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা

শিক্ষার প্রতি যে ভালোবাসা দেখাতেন, তা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ক্লাসে পাঠ্য বিষয়গুলি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। তিনি আমাদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ও আলোচনা করতেন। ফলে আমাদের শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়তো।

রিসার্চ ও গবেষণা

স্যার খুব জিনিয়াস এবং কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। গবেষণার প্রতি স্যারের ছিল ভীষণ আগ্রহ। স্যার কঠোর পরিশ্রম এবং দীর্ঘ ছয় বছর গবেষণার পর ১৯২০ সালে ঢাকায় মসলিন শাড়ি ফিরিয়ে আনেন। তার প্রচেষ্টায় ১৭০ বছর পর আমরা আমাদের ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছি। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের যে স্ট্রবেরি চাষ হচ্ছে তা প্রথম স্যার এর মলিকুলার বায়োলজি ল্যাব থেকে শুরু হয়েছে। স্ট্রবেরি চাষের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ছিল না দীর্ঘ গবেষণার পর জেনেটিক্যালি চেঞ্জ করে স্ট্রবেরিকে বাংলাদেশের চাষ উপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে আমরা বিপুল পরিমাণ স্ট্রবেরি চাষ করতে পারছি এবং আমাদের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছি। হল্যান্ডের আলুর চাষ আমাদের স্যারের হাত ধরে বাংলাদেশে এসেছে।

প্রভাব

অধ্যাপক মঞ্জুর হোসেন স্যারের প্রভাব আমার জীবনে গভীর, তার শিক্ষা আমাকে যে ধরনের চিন্তা করতে শিখিয়েছে, তা আজও আমার সঙ্গে, তিনি আমাকে একটি লক্ষ্য ঠিক করতে সাহায্য করেছেন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহী করেছেন, আমি যখনই কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই, তখন তার কথাগুলো মনে পড়ে, আজকের যুগে শিক্ষকতা শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, এটি একটি মহান দায়িত্ব। আমার দেখা সেরা শিক্ষক অধ্যাপক মঞ্জুর হোসেন সাহেব তার অসামান্য গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে এবং আমার সহপাঠীদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তিনি শুধু শিক্ষক নন তিনি, একজন পথপ্রদর্শক, তিনি একজন মেন্টর, তার শিক্ষা আমাদের জীবনের একটি অমূল্য অংশ হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক মঞ্জুর হোসেন স্যার এর মতো শিক্ষকেরা আমাদের দেশের অমূল্য রত্ন। তাদের মত শিক্ষকেরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিকতা জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের সহায়ক আমি আজীবন তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

শেষকথা

যারা গড়েন আমাদের ছেলেবেলা, তাদের শেষ স্মৃতি কখনো মুছে নাকি। তারা কি কেবলই শিক্ষক-শিক্ষিকা শুধু কি আজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্পে জড়িয়ে তারা?

ছাত্র জীবনে বেড়ে ওঠার পথে আমরা বহু শিক্ষকের সাথে পরিচিত হই, এক একজনের থেকে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাই যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের চলার পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু সময়ের সাথে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষকের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তারা সর্বদা আমাদের স্মরণে থাকে যেন।

তাদের প্রদান করা শিক্ষা আমাদের মধ্যে থেকে যায় স্মৃতি হিসেবে, যা বারবার তাদের অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সম্মান সর্বদাই আমাদের মনের গভীরে জেগে থাকবে।

রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান: স্নাতকোত্তর পর্যায়

স্নাতকোত্তর পর্যায় : প্রথম স্থান

আমার শিক্ষককে আমি যেভাবে দেখতে চাই

মো. বায়েজিদ

আরবী বিভাগ শাহ্ মখ্দুম হল

সূচনা

শিক্ষক আমাদের জীবনের শুধু দিক-নির্দেশকই নন, বরং মানসিক ও আত্মিক বিকাশেরও মূল কারিগর। একজন শিক্ষক শুধু শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন; তিনি আমাদের জীবন এবং সমাজের মূল স্তম্ভ। শিক্ষকের অবদান শুধুমাত্র পঠনপাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি, মানবিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তোলেন। একজন শিক্ষক ছাত্রের মনোজগতে কৌতূহল ও সৃজনশীলতার বীজ বপন করেন। তিনি ছাত্রদেরকে শুধু একাডেমিক পথে পরিচালিত করেন না বরং তাদের নৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত বিকাশের জন্যও একটি অবিচল সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন। এজন্যই বলতে হয় শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমে নয়, বরং তার মানবিক গুণাবলী ও নৈতিক মাপকাঠি দিয়েও শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেন। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. হ্যারিস যথার্থই বলেছেন, "একজন শিক্ষকের প্রকৃত আদর্শ হওয়া উচিত ব্যক্তির যুক্তিবোধের বিকাশ নিশ্চিত করা, সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে শক্তিশালী করা।" শিক্ষককে আমি এমন একজন হিসেবে দেখতে চাই, যিনি আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবেন এবং আমাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী বিকশিত করবেন। এই প্রবন্ধে, আমি এমন কিছু গুণাবলী বিশ্লেষণ করব, যা আমার শিক্ষকের মধ্যে আমি দেখতে চাই।

সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রবর্তক

একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রধান গুণাবলী হওয়া উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি সমান মনোযোগ ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করা। শিক্ষকের কাজ কেবল জ্ঞান বিতরণ করা নয়; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন একটি মানসিকতা গড়ে তোলা, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেকে সমানভাবে মূল্যবান এবং স্বীকৃত মনে করে। আমি চাই আমার শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। কারণ, প্রতিটি শিক্ষার্থীর আলাদা শক্তি ও দুর্বলতা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা উচিত। যেমন বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরত-এ-খোদা বলেছেন, "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা।" এই মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সমতা ও ন্যায়বিচার। শিক্ষককে হতে হবে এমন একজন যিনি শিক্ষার্থীর মাঝে বিদ্যমান অসমতাগুলো দূর করে একটি সাম্যবাদের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এছাড়াও, প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, "ন্যায়বিচার হলো সেই গুণ, যা সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলে।" শিক্ষকদের অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে সমানভাবে সুযোগপ্রাপ্ত ও মূল্যবান মনে করতে পারে। এ ধরনের শিক্ষক শুধু শিক্ষার আলো ছড়ান না, বরং নৈতিকতা, সম্মান ও সহমর্মিতার বীজ বপন করেন।

অবিরাম শিক্ষার প্রতীকঃ আজীবন শিক্ষার্থী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "একজন শিক্ষক কখনো সত্যিকারের শিক্ষা দিতে পারবেন না, যদি তিনি নিজেই শিক্ষার্থী না থাকেন; একটি প্রদীপ আরেকটি প্রদীপকে জ্বালাতে পারে না, যদি তার নিজের শিখা না জ্বলে।" আমি এমন শিক্ষককে দেখতে চাই, যিনি নিজেও আজীবন শিখতে আগ্রহী। আমি চাই আমার শিক্ষক নিজেকে ক্রমাগত উন্নয়নের পথে রাখবেন এবং তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি ক্রমাগত নতুন ধারণা ও পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ করবেন। তিনি এমন একজন হবেন, যিনি তার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও উন্নতির পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন। তিনি নতুন ধারণা, প্রযুক্তি ও পদ্ধতিগুলোকে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে নিয়ে আসবেন।

অনুপ্রেরণার উৎস

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, "শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো চিন্তার গভীরতা বৃদ্ধি করা, তথ্যের বোঝা বাড়ানো নয়। মার্ক টোয়েন বলেছেন, সাফল্য সবার জন্য, কিন্তু তার জন্য প্রথমে চেষ্টা করতে হবে।" আমি চাই আমার শিক্ষক আমাকে উৎসাহিত করবেন, যাতে আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস পাই। যখন আমি হোঁচট খাবো, তখন তিনি আমাকে অনুপ্রেরণা দেবেন। তাঁর সাহস ও উদ্দীপনা আমার জীবনের পথে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। আমার শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাদের সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়েও চিন্তা করতে এবং জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে উৎসাহিত করবেন। তিনি আমাদেরকে শেখাবেন যে, ব্যর্থতা সাফল্যের প্রথম ধাপ এবং প্রতিটি বিপর্যয়নতুন কিছু শিখার সুযোগ এনে দেয়। এ ধরনের অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে স্বপ্ন দেখতে, সাহসী হতে এবং তাদের নিজস্ব পথ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের রূপকারঃ কৌতূহল জাগানোর অনন্য কারিগর

একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল জাগাতে সক্ষম না হন, তবে তার শিক্ষা অর্ধেকই অপূর্ণ থেকে যায়। জন ডিউই বলেছেন, "শিক্ষা হলো জীবনের নিজস্ব প্রক্রিয়া।" আমার আদর্শ শিক্ষক সেই হবেন, যিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করতে শেখাবেন এবং বিভিন্ন সমস্যার গভীরে গিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি করবেন। তিনি এমন পাঠ্যক্রম তৈরি করবেন, যা শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার গভীরে নিয়েযাবে এবং নতুন ধারণাগুলোকে অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করবে। কৌতূহলের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানার্জনের রাস্তা তৈরি করা একজন শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব।

সহানুভূতিশীল এবং মানবিক ব্যক্তিত্ব

একজন আদর্শ শিক্ষক কেবল পাঠ্যসূচি অনুযায়ী কাজ করেন না, বরং প্রতিটি শিক্ষার্থীর আবেগ ও মানসিক চাহিদার প্রতি সহানুভূতিশীল হন। মায়া অ্যাঞ্জেলু বলেছিলেন, "মানুষ আপনার কথা ভুলে যাবে, মানুষ আপনার কাজ ভুলে যাবে, কিন্তু তারা কখনোই ভুলবে না আপনি তাদের কেমন অনুভব করিয়েছিলেন।" আমার শিক্ষককে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখতে চাই, যিনি আমাদের অনুভূতিগুলোকে মূল্য দিবেন, আমাদের সমস্যাগুলো বুঝবেন এবং আমাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে যত্ন নিয়ে শেখার সুযোগ দিবেন। কনফুসিয়াস বলেছেন, "একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের নৈতিক চরিত্র গঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" আমি চাই আমার শিক্ষক মানবিক গুণাবলির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হবেন। তাঁর আচরণ, কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে আমি শিখবো কিভাবে সহানুভূতি, দয়া ও নৈতিকতা জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। এই ধরনের সহানুভূতিশীল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে এবং তাদের মানসিক সমর্থন জোগাতে সক্ষম হন।

স্বতন্ত্র চিন্তার শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক

সক্রেটিস বলেছিলেন, "আমি কাউকে কিছু শেখাতে পারি না; আমি কেবল তাদের চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারি।" আমি চাই আমার শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি করেন। তিনি তাদেরকে শুধু পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শেখাবেন না, বরং তাদেরকে নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষণ তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন। এ ধরনের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার বিকাশ ঘটাবেন, যা ভবিষ্যতে তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করবে।

সংবেদনশীল

একজন ভালো শিক্ষক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শিক্ষার্থীদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেন। হেনরি ফোর্ড বলেছেন, "শিক্ষক হতে হলে, হৃদয়কে বুঝতে জানতে হবে।" আমি চাই আমার শিক্ষক আমাদের মানসিক অবস্থাকে বুঝে চলবেন। তাঁর সংবেদনশীলতা আমাদের মনকে স্পর্শ করবে এবং আমাদের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে সমাধানে সহায়তা করবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, "হৃদয়ের ডাক শুনতে শিখো, জীবন হবে সুন্দর" যা একজন শিক্ষকের সংবেদনশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

সহযোগিতার মনোভাবপুষ্ট

আমার শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি ছাত্রদের একসাথে কাজ করতে শেখাবেন। মার্কিন শিক্ষাবিদ মার্গারেট মিড বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের কী ভাবতে হবে তা নয়, কিভাবে ভাবতে হবে তা শেখানো উচিত।" আমি চাই আমার শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি শ্রেণীকক্ষে সহানুভূতি, সম্মান এবং সম্মিলিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মূল্যবোধ তৈরি করবেন।

নৈতিকতা ও সততার প্রতীক

একজন শিক্ষকের কর্তব্য শুধু জ্ঞান প্রদান করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়া। আমি আমার শিক্ষককে এমন একজন দেখতে চাই, যিনি নৈতিকতার মান ধরে রাখেন, সততার জন্য উদাহরণ হন এবং আমাদের সঠিক ও ভুলের পার্থক্য শেখান। এ ধরনের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কেবল একাডেমিক সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবেন না বরং তাদের সৎ ও নৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

প্রযুক্তির ব্যবহারে অগ্রগামী

বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সার্জেন্ট বলেছেন, "শিক্ষা কোন সীমায় আবদ্ধ নয়।" আমি চাই আমার শিক্ষক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্ভাবনী হবেন। তিনি আমাদের শেখাবেন কিভাবে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষাকে আরো সহজ, আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী করা যায়। এতে আমরা নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবো এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবো।

একজন সমাজ পরিবর্তনের স্থপতি

নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, "শিক্ষা হলো সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র, যা দিয়ে আপনি পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারবেন।" আমার আদর্শ শিক্ষক এমন একজন হবেন, যিনি আমাদের কেবল শ্রেণীকক্ষের পাঠেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না, বরং সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করবেন। তারা আমাদের শেখাবেন কিভাবে আমাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বকে একটি সুন্দর, সমন্বিত ও সমৃদ্ধ স্থানে রূপান্তরিত করতে পারি, যেখানে মানবতার কল্যাণ, ন্যায় এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

উপসংহার

আমার শিক্ষককে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখতে চাই, যিনি কেবল শিক্ষক নয়, একজন দার্শনিক, পথপ্রদর্শক এবং মানবতার সেবক। তিনি আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সহায়ক হবেন, আমাদের ভেতরে সৃষ্টিশীলতা, কৌতূহল এবং মানবতার জন্য ভালোবাসা জাগিয়ে তুলবেন। এমন একজন শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীদের মননকে উন্নত করেন না; তিনি সমাজের ভবিষ্যত স্থাপন করেন। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবনকে প্রভাবিত করেন এমনভাবে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। আমি এমন একজন শিক্ষককে দেখতে চাই, যিনি কেবল জ্ঞান প্রদান করেন না, বরং আমাদের জীবনের জন্য একটি দিকনির্দেশনা এবং মূল্যবোধের পাথেয়হন। শিক্ষক হলেন আমাদের ভবিষ্যতের নির্মাতা, এবং একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। মালালা ইউসুফজাইর বিখ্যাত উক্তিটি দিয়েই প্রবন্ধটি শেষ করব, তিনি বলেছেন, "একজন শিশু, একজন শিক্ষক, একটি বই এবং একটি কলম দিয়ে বিশ্বকে বদলে ফেলা যায়।" সুতরাং একজন শিক্ষকই পারেন আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে, সমাজ পরিবর্তন করতে এমনকি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে। এমন একজন ব্যক্তিকেই আমি আমার শিক্ষক হিসেবে দেখতে চাই।